নামাযের গুরুত্ব

09-May-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِاءَةً كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَ ةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ অর্থাৎ যে আমার প্রতি একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক (অর্থাৎ কপঠতা) এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়্যা, ১০/২৫৩, হাদীস নং-১৭২৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।

☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত, নামায পড়ার উপকারীতা এবং নামায না পড়ার ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করবো।

কবরে আগুনের শিখা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা **“কাফন চোর”** এর ২০ পৃষ্ঠায় একটি শিক্ষনীয় ঘটনা উদ্ধৃত করেন: এক ব্যক্তির বোন মারা গেলো। যখন সে তাকে দাফন করে ফিরে আসছিলো তখন মনে পড়লো যে, টাকার ব্যাগটি কবরেই পড়ে গিয়েছিলো, সুতরাং সে তার বোনের কবরে এলো এবং কবর খনন করলো যেন ব্যাগটি বের করে নিতে পারে। সে দেখলো যে, কবরে আগুনের শিখা প্রজ্জলিত হচ্ছিলো। সুতরাং সে যেনতেন ভাবে কবরে মাটি চাপা দিলো এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের নিকট এলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: প্রিয় মা! আমার বোনের আমল কেমন ছিলো? তিনি বললেন: বৎস! কেন জিজ্ঞাসা করছো? আরয করলাম: আমি আমার বোনের কবরে আগুনের শিখা প্রজ্জলিত হতে দেখেছি। একথা শুনে মা কাঁদতে

লাগলো এবং বললো: আফসোস! তোমার বোন নামাযে অলসতা করতো এবং নামাযের সময় অতিবাহিত করে (অর্থাৎ নামায কাযা করে) পড়তো।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত শিক্ষনীয় ঘটনাটি থেকে জানা গেলো! নামাযে অলসতা করা অনেক বড় গুনাহ এবং কবরের আযাবের কারণ, আমাদেরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায গভীর আগ্রহের সহিত মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করা উচিৎ এবং নামাযে কখনোই অলসতা করা উচিৎ নয়, কেননা এটি মুনাফিকদের নিদর্শন যে, যখন মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে নামাযের জন্য দাঁড়াতো, তখন ভগ্ন হৃদয়ে এবং অলসতার সহিত দাঁড়াতো, কেননা তাদের অন্তরে ঈমান তো ছিলই না, যার কারণে ইবাদতে আগ্রহ এবং দাসত্বের স্বাদ অনুভূত হতো না, শুধুমাত্র মানুষকে দেখানোর জন্যই নামায পড়তো। **আল্লাহ তায়ালা** তাদের ব্যাপারে ৫ম পারায় সূরা নিসার ১৪২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন নামাযে দাড়াঁয় তখন মনভোলা অবস্থায়।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, নামায না পড়া বা শুধুমাত্র মানুষের সামনে পড়া আর একাকিত্বে না পড়া বা মানুষের সামনে বিনয় ও নম্রভাবে আর একাকিত্বে তাড়াতাড়ি পড়া অথবা নামাযে এদিক সেদিক মনোযোগ নিয়ে যাওয়া, একাগ্রতার চেষ্টা না করা ইত্যাদি সবকিছুই অলসতার নিদর্শন। (সিরাতুল জিনান, ২/৩৩৫) আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আজ আমাদের সমাজে শুধু অলসতা এবং আরাম প্রিয়তার কারণে রোজ নামায কাযা করে দেয়া হয় আর গুনাহ সম্পাদনের জন্য অলসতা দ্রুত কর্মক্ষমতায় পবির্তন হয়ে যায়। অনেকে তো এমনও রয়েছে যে, যখন তাদের এক বা একদিক নামায কাযা রয়ে যায় তখন সাপ্তাহের পর সাপ্তাহ বরং মাসের পর মাস জেনে শুনে নামায পড়ে না এবং যদি কোন ইসলামী ভাই তাদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে নামাযে উৎসাহ দেয় তবে বলে যে, "এবার اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আগামী শুক্রবার থেকে আবারো নামায পড়া শুরু

করবো বা রমযান থেকেই নিয়মিত নামায আদায় করবো” ইত্যাদি, এভাবেই যেন কোন প্রকার লাজ লজ্জা ছাড়াই খুবই বাহাদুরী সহকারে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ এই বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, নামায ত্যাগ করার এই কবীরা গুনাহ আমি শুক্রবার বা রমযানুল মুবারক পর্যন্ত নিয়মিত অব্যাহত রাখবো। নিঃসন্দেহে এসব কিছু **খোদাভীতি** এবং ইবাদতের আগ্রহ না থাকার শাস্তি, নয়তো যার অন্তরে **আল্লাহ তায়ালা**র ভয় এবং ইবাদতের আগ্রহ রয়েছে সে সর্বাবস্থায় নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে এবং **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে।

মনে রাখবেন! জেনে শুনে নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **আল্লাহ তায়ালা ১৬** পারার সূরা মরিয়মের ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, যারা নামাযগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে ‘গায়্য’ এর জঙ্গল পাবে;

জাহান্নামের ভয়ঙ্কর উপত্যাকার ভয়ঙ্কর কুঁপ!

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় **“গায়্য”** এর উল্লেখ রয়েছে এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নামের একটি উপত্যকা। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: **“গায়্য”** জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যার গরম এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশী, এর মধ্যে একটি কুপ রয়েছে যার নাম হচ্ছে **“হাব হাব”**, যখন জাহান্নামের আগুন নিবু নিবু হয়ে যায় তখন **আল্লাহ তায়ালা** এই কুপ খুলে দেন, যার কারণে তা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) আবারো প্রজ্জলিত হয়ে যায় (**আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:) ﴿كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنٰهُمۡ سَعِيۡرًا ﴿۹۷﴾﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যখন কখনো তা স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দেবো। (পারা ১৫, বণী ঈসরাইল: ৯৭) এই কুপ বেনামাযী, যেনাকারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর, পিতামাতাকে কষ্ট প্রদানকারীদের জন্যই। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৩৪)

দোযখের আযাব ও দুনিয়ার কষ্টসমূহ

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, **"গায়্য"** দোযখের একটি উপত্যাকা, যার গভীরতা এবং গরম সবচেয়ে বেশী এবং দোযখের আগুন যখন নিভে আসে তখন এই উপত্যাকাকে খুলে দেয়া হয়, যাতে দোযখের আগুন আবারো প্রজ্জলিত হয়ে উঠে। একটু ভাবুন তো যে, এই ভয়ঙ্কর উপত্যাকায় যখন বেনামাযীকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তার কি অবস্থা হবে। **মনে রাখবেন!** দোযখ হচ্ছে **আল্লাহ তায়ালা**র কহর ও গযবের প্রকাশস্থল, যেমনিভাবে তাঁর দয়া ও নেয়ামতের কোন শেষ নেই এবং মানুষের জ্ঞান তার অনুমানও করতে পারবে না, এমনিভাবে **আল্লাহ তায়ালা**র কহর ও গযবেরও কোন সীমারেখা নেই, প্রত্যেক সেই কষ্টদায়ক বস্তু যার ধারণা করা যায় যেমন কোন যন্ত্র দ্বারা জীবিত মানুষের নখ উপড়ে ফেলা, কাউকে ছুরি বা লাঠি দ্বারা আঘাত করা, কারো উপর ভারী গাড়ি চালিয়ে তার হাঁড় গোড় ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া, অঙ্গ কেটে লবণ মরিচ ছড়িয়ে দেয়া, জীবিত চামড়া উপড়ে ফেলা, বেহুঁশ না করেই অপারেশন করা বা বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের কষ্ট যেমন মাথা ব্যাথা, জ্বর, পেট ব্যাথা অথবা ভয়ঙ্কর মরণ ব্যাধি যেমন হার্ট এ্যর্টাক, ক্যান্সার, কিডনীতে পাথরের ব্যাথা, চুলকানী, ভয়াবহ আতঙ্ক ইত্যাদি যেসব রোগ বা দুনিয়াবী বিপদাপদ যেসবের সম্ভাবনা রয়েছে, তা দোযখের বিবেচনায় একেবারেই নগন্য। মোটকথা দুনিয়ার সকল রোগ বালাই এবং বিপদাপদ যে কোন একজনের উপরও যদি পতিত হয় তবুও দোযখের সবচেয়ে হালকা আযাবের সমতুল্যও হতে পারবে না।

দাযখের সবচেয়ে হালকা আযাব

দোযখের সবচেয়ে হালকা আযাব কি? এসম্পর্কে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করুন: যার দোযখের সবচেয়ে হালকা আযাব হবে তাকে আগুনের জুতা পরিধান করানো হবে, যার কারণে তার মগজ এমনভাবে উত্তপ্ত হবে, যেমনিভাবে তামার পাতিল উত্তপ্ত হয়, সে মনে করবে যে, সবচেয়ে বেশী আযাব আমার উপরই হচ্ছে হয়তো, অথচ তার উপর সবচেয়ে হালকা আযাবই হচ্ছে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫১৭)

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! দোযখের আযাবের প্রতি ভীত হয়ে যান, নিজের দূর্বল শরীরের প্রতি করুণা করুন, অলসতা দূর করুন এবং গুনাহ থেকে বিরত থেকে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা শুরু করে দিন। আফসোস! অনেকে অহেতুক কথাবার্তা এবং কাজে লিপ্ত থেকে নামায কাযা করে দেয়, কিন্তু এর অনুভূতিও পর্যন্ত নাই যে, আমরা নিয়মিত **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্যতাই করছি। সেই **রব তায়ালা** তো আমাদেরকে দিন রাত অসংখ্য নেয়ামত না চাইতেই দান করছেন কিন্তু আমরা পুরো দিনে শুধুমাত্র ৫ ওয়াক্ত তাঁর দরবারে সিজদা করার তৌফিক নসীব হয় না। আফসোসের বিষয় যে, আমরা দুনিয়াবী রোগ বালাই, চিন্তা ও কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মানুষের বর্ণিত ওযিফা তো দ্রুতই শুরু করে দিই কিন্তু যেই **রব তাআলা** কোরআনে পাকে অসংখ্যবার নামাযের আদেশ দিয়েছেন, সবাই ভাবুন তো যে, এই আদেশ আমরা কতটুকু আমল করছি? **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে উপস্থিতি হওয়ার জন্য আহবানকারী মুয়াজ্জিনের দাওয়াত শুনে কতবার **"লাব্বাইক"** বলে মসজিদে উপস্থিত হই? প্রত্যেকে ভাবুন যে, কল্যাণের দিকে আহবানকারী, মসজিদ থেকে ৫ বার আসা ডাক কি আমার কানে লেগে ফিরে যায় নাকি সকল কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদের পথ ধরি? আফসোস যে, আমরা কবরের আযাব, জাহান্নামের ভয়াবহতা এবং কিয়ামতের আতঙ্কের কথা শুনেও উদাসীনতার নিদ্রায় নিমগ্ন রয়েছি। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে এই উদাসিনতা থেকে সত্যিকার জাগরণ নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! প্রত্যেক জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষ মুসলমানের উপর প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয, যে নামাযকে ফরয মানে না সে দ্বীন ইসলামের বহির্ভূত, যদিও তার নাম এবং তার অন্যান্য কাজকর্ম মুসলমানদের মতোই হোক না কেন। আর নামাযকে ফরয হিসেবে মানে কিন্তু এক ওয়াক্ত নামাযও জেনে শুনে বর্জন করে তবে সে কঠোর ফাসিক ও গুনাহগার এবং দোযখের আযাবের অধিকারী। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি জেনে শুনে

এক ওয়াক্ত নামায বর্জন করলো, সে হাজারো বছর দোযখে থাকার অধিকারী হয়ে গেলো, যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করবে না এবং এর কাযা আদায় করে না দেয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৫৮) এ থেকে অনুমান করুন যে, যেখানে এক ওয়াক্ত নামায জেনে শুনে বর্জন করার কারণে হাজারো বছর পর্যন্ত দোযখে থাকতে হবে তবে যে ব্যক্তি দিনভর সকল নামায জেনে শুনে বর্জন করলো বরং প্রথম থেকেই নামায পড়ছে না তবে সে কিরূপ কঠিন আযাবের শিকার হবে।

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! জেনে শুনে নামায বর্জনকারীকে তো স্বয়ং শয়তানই আশ্রয় প্রার্থনা করে।

বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলো, শয়তানও তার পিছু নিলো, সেই ব্যক্তি দিনভর এক ওয়াক্ত নামাযও পড়লো না এমনকি রাত হয়ে গেলো, শয়তান তার নিকট থেকে পালাতে লাগলো, সেই ব্যক্তি আশ্চার্য হয়ে পালানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শয়তান বললো: "আমি জীবনে শুধু একবার আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিলাম তাই তিরস্কৃত হলাম আর তুমি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই বর্জন করে দিলে, আমার ভয় হয় যে, কখন না তোমার উপর কহর অবতীর্ণ হয় এবং আমিও এতে ফেঁসে যাই।" (দুররাতুন না'সিহীন, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহিত জামাআত সহকারে আদায় করা উচিৎ। আসুন! **আল্লাহ তায়ালার** আযাবের প্রতি নিজেকে ভীত করতে এবং নামাযের অভ্যাস গড়তে নামায না পড়ার ৪ টি শাস্তি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

১. হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমার **খলিল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, "কাউকেও **আল্লাহ তায়ালার** অংশীদার বানাবে না, যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়, ফরয নামায জেনে শুনে বর্জন করো না কেননা যে জেনে শুনে নামায বর্জন করে দেয় তার থেকে নিরাপত্তা উঠিয়ে নেয়া হয় এবং কখনো মদ পান করো না কেননা এটি সকল মন্দের মূল। (ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল আশরাবা, হাদীস নং-৪০৩৪, ২৭২০ পৃষ্ঠা)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে নামায ছেড়ে দিলো তবে সে **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, **তিনি** তার প্রতি গযব অবতরন করবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-১৬৩২, ২/২৬)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যে নামায ছেড়ে দিলো তবে সে তার পরিবার পরিজন এবং সম্পদে কমতি করলো। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-১৯০৮৫, ৭/১৩২)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: যে জেনে শুনে নামায ত্যাগ করলো তবে নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালা**র দায়িত্ব তার থেকে দূরে সরে গেলো। (মু'জামুল কবীর, ১২/১৯৫, হাদীস নং-১৩০২৩)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বে নামাযী **আল্লাহ তায়ালা**র নিরাপত্তায় থাকে না। নামাযের বরকতে মানুষ দুনিয়ায় বিপদাপদ থেকে, মৃত্যুর সময় মন্দ মৃত্যু থেকে, কবরে (পরীক্ষায়) ফেল হওয়া থেকে, হাশরে বিপদ থেকে **আল্লাহ তায়ালা**র অনুগ্রহে নিরাপদ থাকে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! নামাযের বিষয়ে অলসতা প্রদশন করা **আল্লাহ তায়ালা**র অসন্তুষ্টি, জাহান্নামের অধিকারী এবং পরিবার ও সম্পদে বরকত শুন্যতার কারণ। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে নিয়মিত নামায আদায় করার আদেশ দিয়ে ২য় পারায় সূরা বাকারার ২৩৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সজাগ দৃষ্টি রেখো সমস্ত নামাযের প্রতি এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। আর দন্ডায়মান হও **আল্লাহ**র সম্মুখে আদব সহকারে।

নামাযের গুরুত্বের অনুমান এই বিষয় থেকেও হয় যে, **আল্লাহ তায়ালা**র প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের এবং নিজের সন্তানদের জন্য নামায প্রতিষ্ঠিত রাখান জন্য দোয়ও করেছেন, যার আলোচনা ১৩তম পারায় সূরা ইব্রাহিমের ৪০ নং আয়াতে এভাবে রয়েছে:

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿۴۰﴾

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার **রব**! আমাকে নামায ক্বায়েমকারী রাখো এবং আমার কিছু বংশধরকেও। হে আমাদের **রব**! এবং আমার প্রার্থনা কবুল করে নাও।

মনে রাখবেন! কিয়ামতের দিনও সর্বপ্রথম নামাযের সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: "اَوَّلُ مَايُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَا تُهٗ" অর্থাৎ কাল কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: নিশ্চয় নামায ঈমানের নিদর্শন এবং ইবাদতের মূল। **(আত তাইসিরে শরহে জামেয়েস সগীর, ১/৩৯১)**

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তিনবার সবচেয়ে উত্তম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনবারই উত্তর দিলেন যে, নামায সবচেয়ে উত্তম আমল।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন আস, ২/৫৮০, হাদীস নং-৬৬১৩)

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও নামাযের গুরুত্বকে অনুধাবন করে না শুধু নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহিত জামাআত সহকারে আদায় করা উচিৎ বরং নিজের সজ্ঞান সন্তানদেরও মসজিদে সাথে নিয়ে যাওয়া উচিৎ, অবুজদের নয়। ফতোয়ায়ে রযবীয়ার ১৬তম খন্ডের ৪৩৪ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: মসজিদে অবুজ শিশুদের নিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, হাদীস শরীফে রয়েছে: جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ অর্থাৎ নিজেদের মসজিদ সমূহকে অবুজ শিশু এবং পাগলদের থেকে নিরাপদ রাখো।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, ১/৪১৫, হাদীস নং-৭৫০)

হে আশিকানে আলা হযরত! যদি আমরা নামাযের নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি নিজের সজ্ঞান সন্তানদেরকেও মসজিদে নিয়ে যাই তবে তাদের তরুণ মানসিকতা বাল্যকাল থেকেই নামাযের দিকে ধাবিত হতে থাকবে, অতঃপর বড় হয়ে তারাও নামাযে অভ্যস্থ হয়ে যাবে, কেননা যে বিষয় শিশুদের মানসিকতায় বাল্যকালেই বসে যায়, স্বভাবতই বড় হয়েও সেই বিষয়টি তাদের মানসিকতায় দৃঢ় হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নামায সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার তিনটি বাণী

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করার পরও যদি কেউ না পড়ে তবে তা বড়ই মূর্খতা এবং নিজের হাতেই জাহান্নামে যাওয়ার অবলম্বন তৈরীকারী, অথচ নামায পড়া দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের উপায়। কোরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে শুধু নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছে বরং প্রতিদান ও সাওয়াব বর্ণনা করে এর উৎসাহও দেয়া হয়েছে। আসুন! এসম্পর্কে তিনটি **আল্লাহ তায়ালা**র বাণী শ্রবণ করি:

৬ষ্ঠ পারায় সূরা নিসার ১৬২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾

(পারা ৬, সূরা নিসা, আয়াত ১৬২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নামায প্রতিষ্ঠাকারীগণ, যাকাত প্রদানকারীগণ এবং **আল্লাহ** ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ। এমন লোকদেরকে আমি অবিলম্বে বড় সাওয়াব দান করবো।

৯ম পারায় সূরা আনফালের ৩ ও ৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۴﴾

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ৩-৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওইসব লোক, যারা নামায প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করে। এরাই প্রকৃত মুসলমান। তাদের জন্য মর্যাদাসমূহ রয়েছে তাদের **রবে**র নিকট, আর রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানের জীবিকা।

৬ষ্ঠ পারায় সূরা আল মায়েদার ১২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি'। অবশ্যই তোমরা যদি নামায কায়েম রাখো, যাকাত প্রদান করো, আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আনো, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং **আল্লাহ**কে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং অবশ্যই তোমাদেরকে বেহেশ্‌ত সমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! নামাযীদের জন্য **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কেমন কেমন আজিমুশ্মান নেয়ামত রয়েছে যে, কখনো তাদের জান্নাত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়, কখনো মহান প্রতিদানের সুসংবাদ শুনানো হয়, হাদীসে মুবারাকায়ও নামাযের অনেক বেশী গুরুত্ব এবং আগ্রহ প্রদান করা হয়েছে। যদি আমরা নামাযের সময় হতেই নিজের সকল প্রকার দুনিয়াবী ঝামেলা ছেড়ে দিয়ে নামাযের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যাই এবং খুবই বিনয় ও নম্রতার সহিত জামাআত সহকারে নামায আদায় করি তবে এর বরকতে যেমনি দুনিয়াবী অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে, তেমনি এর একটি পরকালিন উপকারীতাও অর্জিত হবে যে, কাল কিয়ামতের দিন এই নামাযই আমাদের মুক্তি ও মাগফিরাতের মাধ্যম হয়ে যাবে।

বিনয় ও নম্রতার সহিত নামায আদায়কারীর মাগফিরাত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে এর জন্য উত্তম পদ্ধতিতে ওযু করবে এবং তা তার সময়ে আদায় করবে আর এর রুকু ও সিজদা বিনয় ও নম্রতার সহিত সম্পন্ন করবে তবে **আল্লাহ তায়ালার** দায়িত্ব হচ্ছে যে, তার মাগফিরাত করে দিবেন এবং যে তা আদায় করবে না তবে **আল্লাহ তায়ালার** দায়িত্বে তার জন্য কিছুই নেই, চাইলে ক্ষমা করে দেবেন এবং চাইলে তাকে আযাব দিবেন।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, নম্বর-৪২৫, ১/১৮৬)

নামাযের কারণে গুনাহ মুছে যায়

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! যে সৌভাগ্যবানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তবে তাদের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়, যেমনটি **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি কারো উঠানে নদী হয়, প্রতিদিন সে পাঁচবার সেখানে গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? লোকেরা আরয করলো: জি না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নামায গুনাহ সমূহকে এভাবেই ধুয়ে দেয় যেমনটি পানি ময়লা মুছে দেয়।

(ইবনে মাজাহ, ২/১৬৫, হাদীস নং-১৩৯৭)

প্রত্যেক নামায পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা স্বরূপ

যে সৌভাগ্যবানরা নামাযে অভ্যস্থ হয়ে থাকে, যদি মানবিক চাহিদার বশবর্তী হয়ে তার থেকে এক নামায থেকে অপর নামাযের মদ্যবর্তী সময়ে গুনাহ হয়ে যায় তবে অপর নামায এই গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, অর্থাৎ দুই নামাযের মধ্যবর্তী যেসকল গুনাহ হয়ে যায় **আল্লাহ তায়ালা** তা ক্ষমা করে দেন।

হযরত হারিচ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একদিন উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরাও বসে ছিলাম, এমন সময় মুয়াজ্জিন এসে গেলো, হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পানি আনিয়ে ওযু করলেন, অতঃপর বললেন যে, আমি **মাদানী তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবে ওযু করতে দেখেছি এবং আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতেও শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর ন্যায় ওযু করবে অতঃপর যোহরের নামায পড়ে নেবে তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন অর্থাৎ সেই গুনাহ যা ফযরের নামায এবং এই যোহরের নামাযের মধ্যখানে হয়েছে, অতঃপর যখন আসরের নামায পড়ে তবে যোহর ও আসরের মধ্যখানের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, অতঃপর যখন মাগরীবের নামায পড়ে তখন আসর ও মাগরীবের মধ্যখানের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, অতঃপর ইশার পড়ে তখন এর এবং মাগরীবের মধ্যখানের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, অতঃপর যদিওবা সে রাতে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয় অতঃপর যখন উঠে ওযু করে এবং ফজরের নামায পড়ে তবে ইশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহের ক্ষমা হয়ে যায় এবং এটিই সেই নেকী যা গুনাহ সমূহকে দূর করে দেয়। **(আল আহাদীসিল মুখতার, ১/৪৫০, হাদীস নং-৩২৪)**

নামাযে শিফা রয়েছে

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! যে সৌভাগ্যবানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে **আল্লাহ তায়ালা** এর বরকতে তাদেরকে রোগ বালাই থেকে শিফা দান করেন। আজ আমাদের এখানে এমনসব নতুন নতুন রোগের প্রকাশ হচ্ছে, যা আজকের পূর্বে নামও শুনিনি, এর চিকিৎসার জন্য লাখো টাকা খরচ করার পরও রোগ বাড়তেই থাকে, যদি আমরা **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

এর বাণীর উপর আমল করে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা শুরু করি তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রোগ বালাই থেকে মুক্তি পেতে পারি।

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে: اِنَّ فِي الصَّلٰوةِ شِفَآءً অর্থাৎ নিশ্চয় নামাযে শিফা রয়েছে। (ইবনে মাজাহ, ৪/৯৮, হাদীস নং-৩৪৫৮) সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, রোগ বালাই বা সুস্থতা সর্বদা শুধু নিজে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করবো না বরং নিজের পরিবার পরিজনদেরও নামাযে অভ্যস্ত করবো।

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! নামায একটি খুবই মহান ইবাদত, নামায মুমিনের জন্য জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো উত্তম আমল, বিনয় ও নম্রতার সহিত দু'রাকাত নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়, দু'রাকাত নামায দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম, নামায **আল্লাহ তায়ালার** নিকট পছন্দনীয় আমল, নামাযে প্রতিটি সিজদার বদলে একটি নেকী লিখা হয়, একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, নামাযীকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তার সহিত জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, নামায দ্বারা গুনাহ ঝরে যায়, নামায গুনাহের ময়লা আবর্জনাকে ধুয়ে দেয়, এক নামায ও পূর্ববর্তী নামাযের মধ্যখানে সংগঠিত হওয়া গুনাহ সমূহ মুছে দেয়, নামাযী কল্যাণের সহিত রাত অতিবাহিত করে, নামায অকল্যাণকে মিটিয়ে দেয়, নামাযী জান্নাতে প্রবেশ করবে, নামাযীর জন্য নিষ্পাপ ফিরিশতারা **রব তায়ালার** নিকট মাগফিরাতের সুপারিশ করে থাকে, নামাযী **আল্লাহ তায়ালার** নিরাপত্তায় অর্থাৎ হেফাযতে থাকে, নামায, নামাযীর জন্য নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকে, নামাযীই পরিপূর্ণ মুমিন, নামাযীকে পুরোপুরি বদলে দেয়া হবে, নামায শয়তানকে অপদস্ত করে।

তো আসুন! মিলেমিশে নিয়্যত করি যে, আজ থেকে আমাদের কোন নামায কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ, অপরকেও নামাযের উৎসাহ প্রদান করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এবং এই প্রেরণা গ্রহনের জন্য আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করতে থাকবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! আমরা নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে শুনছিলাম। মনে রাখবেন! নামায হচ্ছে দ্বীনের স্তম্ভ, নামায রোগ বালাই থেকে রক্ষা করে, নামায উপার্জনে বরকতের উপায় এবং কবরের আযাব থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি অন্ধকার কবরের প্রদিপ স্বরূপ। কোরআন ও হাদীসে যেখানেই নামায আদায়ের আদেশ এসেছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাযকে সকল ফযরসমূহ ও ওয়াজিব সমূহ সহকারে আদায় করাই।

আজকে আমরা দুনিয়াবী বিষয়ে তো অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করি যেমন কারো আলিশান বাংলো দেখলে তবে এর মতো বানানোর আকাঙ্ক্ষা, কাউকে উন্নত কাপড়ের সুন্দর পোষাক পড়া দেখলে এমনি পড়ার আকাঙ্ক্ষা, কারো নতুন চকচকে কার দেখে লোভ করতে থাকো, কারো সফল ব্যবসা দেখে মুখে পানি এসে যাওয়া, মোটকথা! আমরা দুনিয়াবী ধন সম্পদের ভালবাসায় এমন লোভী হয়ে গেছি যে, দিনরাত আফসোস করতে থাকি এবং সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় কাহিল হয় না। আহ! কাউকে নেকী করতে দেখে আমরাও যদি নেক আমল করার লোখে লিপ্ত হয়ে যেতাম, আহ! অপরকে মসজিদের দিকে যেতে দেখে আমাদেরও যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেতো, অপরকে মসজিদের সাথে প্রেম করতে দেখে আমরাও যদি মসজিদের প্রেমিক হয়ে যেতাম! আমাদের আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ সফর করেছেন এবং সফরের অনেক কষ্ট ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করেও তিনি সর্বদা জামাআত সহকারে আদায় করতেন। আসুন! এপসঙ্গে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নামাযের প্রতি ভালবাসা

বায়ান্ন (৫২) বছর বয়সেও যখন দ্বীতিয়বার হজ্বের সফরে যাত্রা করলেন, হজ্বের আনুষাঙ্গিকতা আদায় করার পর তিনি এমন অসুস্থ হয়ে গেলেন যে, দুই মাসের চেয়েও বেশী শয্যাশায়ী ছিলেন, যখন কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন তখন রওযায়ে আনোয়ারের যিয়ারতের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং **"জেদ্দা শরীফ"** হয়ে নৌকায় করে তিন দিন পর **"রাবেগ"** পৌঁছেন, এবং সেখান থেকে মদীনাতুর রাসুলে

যাওয়ার জন্য উটে আরোহন করলেন, এই পথে যখন **"বীরে শায়খ"** পৌঁছলেন তখন গন্তব্য নিকটবর্তীই ছিলো কিন্তু ফযরের সময় সামান্য বাকী ছিলো। উট চালক গন্তব্যে পৌঁছেই উট থামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত ফযরের নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশংখ্যা ছিলো, সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ অবস্থা দেখে নিজের সাথীদের সাথে সেখানেই রয়ে গেলেন এবং কাফেলা চলে গেলো। তাঁর নিকট কিরমিস (অর্থাৎ বিশেষ ছট দ্বারা বানানো) বালতি ছিলো কিন্তু রশি ছিলো না এভং কুঁয়োও গভীর ছিলো, সুতরাং পাগড়ী বেঁধে পানি উঠালেন এবং ওযু করে সময়ের মধ্যেই নামায আদায় করলেন। কিন্তু এখন এই চিন্তায় পড়ে গেলো যে, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে খুবই দূর্বল হয়ে গেছেন, এতো পথ পায়ে হেঁটে কিভাবে যাবে? মুখ ফিরিয়ে দেখলেন যে, এক অপরিচিত উট চালক নিজের উট নিয়ে অপেক্ষা করছে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ তায়ালার** হামদ পাঠ করে তাতে আরোহন করলেন। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ২১৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা!** এটাই হলো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নামাযের প্রতি টান এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহ যে, দীর্ঘ অসুস্থতা, খুবই দূর্বল ও সফরের গ্লানির পরও কাফেলার সঙ্গ তো ছেড়ে দিলেন, কিন্তু সবচেয়ে উত্তম ইবাদত নামায ছাড়াকে পছন্দ করলেন না। আমাদের উচিৎ যে, আনন্দ হোক বা দুঃখ সর্বাবস্থায় নামাযের নিয়মানুবর্তিতা করা এবং যারা নামায পড়তে পারেন না, তবে শিখাতে যেন কখনোই লজ্জাবোধ করবেন না। আর যারা নামায পড়তে তো জানে কিন্তু পড়ে না এবং এমন শয়তানী কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে আছেন যে, **"আমরা তো খুবই গুনাহগার বান্দা, আমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য নই"** বা **"প্রথমে নেক হয়ে যাই, দাড়ি রেখে নিই অতঃপর নামাযও শুরু করবো"** এমন লোকেদের উচিৎ দ্রুত এই শয়তানী কুমন্ত্রণাকে রদ করে নামায শুরু করে দেয়া, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে সফল হয়ে যাবে। **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে করীমের ২১ পারায় সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ
(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে বলেন: যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করে এবং তা উত্তম রূপে আদায় করে, ফল এরূপ হয় যে, একদিন না একদিন সে এই মন্দ কাজগুলো বর্জন করে দেয়, যাতে সে লিপ্ত ছিলো।

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী যুবক **সায়্যিদী আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে নামায আদায় করতো এবং অনেক কবীরা গুনাহও করতো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো, ইরশাদ করলেন: তার নামায তাকে কোন না কোন দিন এই বিষয় থেকে পৃথক করে দেবে। সুতরাং খুবই অল্প সময়ে সে তাওবা করলো এবং তার অবস্থার উন্নতি হলো।
(খাযায়িনুল ইরফান)

নামাযের বরকতে চোর অলী হয়ে গেলো

আসুন! এসম্পর্কে একটি খুবই সুন্দর ঘটনা শ্রবণ করি।

বর্ণিত রয়েছে যে, এক চোর রাতে হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর ঘরে ঢুকল, সে সবখানে তল্লাশী চালাল, কিন্তু কেবল একটি বদনা ছাড়া আর কিছুই পেল না। যখন সে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا বললেন: "যদি তুমি চালাক ও চতুর চোর হও তবে কোন জিনিষ নেয়া ছাড়া যাবে না।" সে বললো: "আমি তো কিছুই পেলাম না।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا বললেন: "হে অভাবী লোক! এই বদনাটি দিয়ে অযু করে ঘরে ঢুকে যাও এবং দুই রাকাত নামায পড়ে নাও, তবেই এখান থেকে কিছু না কিছু নিয়ে যেতে পারবে।" চোরটি তাঁর কথা মত অযু করল এবং নামায পড়ার জন্য দাঁড়াল, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এভাবে দোয়া করলেন, "হে **পরওয়ারদিগার**! এই লোকটি আমার কাছে এসেছিল, কিন্তুকিছুই পায়নি, এখন আমি তাকে তোমার মহান দরবারে দাঁড় করিয়ে দিলাম, তোমার অগাধ করুণায় তাকে শূণ্য হাতে ফিরাইও না।" সে যখন নামায শেষ করল, তখন তার মাঝে ইবাদত করার স্বাদ অনুভব হলো। অতএব, সে শেষ রাত পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত রইল। যখন

সাহরীর সময় হল, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا তাকে সিজদা অবস্থায় নিজের প্রবৃদ্ধিকে গালমন্দ করতে এই কথাগুলো বলতে শুনলো: আমার **পরওয়ারদিগার** যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন: "আমার অবাধ্যতা করতে কি তোমার লজ্জাবোধ হয় না? এবং আমার বান্দাদের থেকে গুনাহগুলো গোপনে করতে রয়েছো অথচ গুনাহের বোঝা নিয়ে তুমি এখন আমার দরবারে উপস্থিত হয়েছো! যখন **তিনি** আমাকে শাসাবেন আর আমাকে **তাঁর** রহমতের দরবার থেকে তাড়িয়ে দেবেন, তখন আমি তাঁকে কী উত্তর দেব? হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ভাই! রাত কেমন কাটল?" চোর বলল: "ভালই কেটেছে। আমি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্রতার সাথে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে দাঁড়িয়েছিলাম, ফলে **তিনিও** আমার বক্রতাকে সোজা করে দিয়েছেন, আমার ফরিয়াদ কবুল করে নিয়েছেন এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন আর তিনি আমার উদ্দেশ্য সাধন করেছেন।"

অতঃপর সেই ব্যক্তি আশ্চার্য ও চিন্তান্বিত অবস্থায় চলে গেলো। হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا তার হাতকে আসমানের দিকে উঠালো এবং আরয করলো: হে দয়ালূ **রব**! এই ব্যক্তি তোমার দরবারে একটি মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিলো তবে তুমি তাকে কবুল করে নিয়েছো আর আমি কখন থেকে তোমার দরবারে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কি আমাকেও কবুল করে নিয়েছো? হঠাৎ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا তাঁর অন্তরের কোণা থেকে এই আওয়াজ শুনলেন: হে রাবেয়া! আমি তাকে তোমার কারণেই কবুল করেছি এবং তোমার কারণেই আমার নৈকট্য দান করেছি।

(রওযুল ফায়েক, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! নামায কিরূপ পছন্দনীয় ইবাদত যে, এক চোর চুরি করার জন্য আসলো এবং **আল্লাহ তায়ালার** নেক বান্দিনী হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর বলাতে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে তখন নামাযের স্বাদ ও মিষ্টতায় এমনভাবে বিলীন হয়ে গেলো যে, সারা রাত নামাযেই লিপ্ত রইলো এবং সকালে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে সঠিক পথের দিশা পেয়ে গেলো।

আফসোস! আমাদের সমাজে একটি দল এমনও আছে যে, যারা নামায পড়ার পরও হারাম ও নাজায়িয কাজ থেকে বাঁচতে পারে না। কিন্তু এমন কেন?

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! হতে পারে যে, আমরা নামাযের প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সুন্নাত ও আদবসমূহ সঠিক ভাবে লক্ষ্য রাখি না, যার কারণে এখনো পর্যন্ত বরকত অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। যদি সঠিকভাবে ওযু করে বিনয় ও নম্রতা সহকারে এর সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপনীয় সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায আদায় করি তবে আমাদের উপরও অবশ্যই নামাযের বরকত প্রকাশিত হবে। খুবই আফসোসের বিষয় হলো যে, আমাদের মধ্যে অনেকে তো প্রথম থেকেই নামায পড়ে না এবং যারা পড়ে তাদের মধ্যেও অনেকে নামাযের মৌলিক মাসআলা গুলো জানে না, যার কারণে নামাযে ভূল হওয়ায় নিজের নামায নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, নিয়মিত নামায আদায়ের দৃঢ় নিয়্যত করার পাশাপাশি নামাযের সঠিক আদায়ের দিকেও ভরপুর মনোযোগ রাখা, যেন আমাদের নামায নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়, নিজের নামাযকে ভূল থেকে বাঁচাতে, তা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি শিখতে এবং নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"নামাযের আহকাম"** কিতাবটি অধ্যয়ন করা এবং মাদানী কাফেলায় সফর করুন, এছাড়াও সাত (৭) দিনের ফয়যানে নামায কোর্স করাও খুবই উপকারী। তাছাড়াও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এর বিভাগ সমূহে নিজের খেদমতও পেশ করুন।

আশিকানে রাসুল ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস-১৭৫)**

ঘরে যাওয়া আসার সুন্নাত ও আদব

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে ঘরে আসা যাওয়ার সুন্নাত ও আদব পর্যবেক্ষণ করুন। ✯ যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ **অনুবাদ: আল্লাহ**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ, ৪/৪২০, হাদীস নং- ৫০৯৫) اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং **আল্লাহ**র সাহায্যের আওতায় থাকবে। ✯ ঘরে প্রবেশের দোয়া: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ**! আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি **আল্লাহ**র নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন প্রভুর উপর আমরা ভরসা করছি। (আবু দাউদ, ৪/৪২০, হাদীস-৫০৯৬) দোয়া পাঠ করার পর ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন। অতঃপর **নবী করীম, রাউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করুন এরপর সুরা ইখলাস পাঠ করুন اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ ঘরে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। ✯ যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْن (অর্থাৎ আমাদের ও **আল্লাহ**র নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, /৬৮২) অথবা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ হে নবী আপনার উপর সালাম), কেননা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মুবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়ত, ১৬/৯৬। শরহুস শিফা লিল কারী, ২/১১৮) ✯ যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি? ✯ যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি।

ঘোষণা সমূহ

আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করার কারণে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকে এবং এই মহান কাজকে না করার কারণে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যায়। লোকেরা ততক্ষণ কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর এর দাওয়াত দিতে থাকবে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে। (নেকীর দাওয়াতের ফযীলত, ১৬ পৃষ্ঠা) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রতি ..... থেকে .....টায় ইসলামী বোনদের মাদানী দাওরার জন্য যাত্রা হয়ে থাকে। আপনারাও নিয়্যত করে নিন যে, মাদানী দাওরায় অবশ্যই অংশগ্রহন করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! কোরআন মজীদ যা কিনা **রব তায়ালার** পবিত্র বাণী, যাতে দ্বীনে ইসলামের বিধানাবলী নিহীত রয়েছে। এমন পবিত্র বাণী, যা শুধু পাঠ করা ইবাদত নয় বরং তা তো দেখাও ইবাদত। **প্রিয় ইসলামী বোনেরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **১ম** রমযান থেকে **"ফয়যানে তিলাওয়াতে কোরআন"** কোর্সের ব্যবস্থা ..... স্থানে ..... টা থেকে ..... টা পর্যন্ত হবে। তো আসুন! নিয়্যত করে নিই যে, ফয়যানে তিলাওয়াতে কোরআনের ফয়য অর্জনের জন্য নিজেও অংশগ্রহন করবো এবং অপরকেও অংশগ্রহন করার উৎসাহ প্রদান করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনেরা! হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **প্রিয়** নবী صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মহিলাদের নিজের রুমে নামায পড়া ঘরের সীমানার ভেতর নামায পড়া থেকে উত্তম আর তার সীমানার ভেতর নামায পড়া, উঠানে নামায পড়া থেকে উত্তম এবং উঠানে নামায পড়া ঘরের বাইরে নামায পড়া থেকে উত্তম। (জান্নাত মে লে জানে ওয়ালা আমাল, ১০২ পৃষ্ঠা) প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের একটি মাদানী ইনআমও মসজিদে বাইতে নামায আদায় করার। এবং নিজের ঘরে কোন স্থান নির্দিষ্ট করে সেখানে নামায আদায় করুন, আর এই নির্দিষ্ট স্থানই আপনার মসজিদে বাইত হয়ে যাবে। তবে আসুন! নিয়্যত করে নিই যে, রমযানুল মুবারকে সালাতুত তাসবীহ এবং তারাবীহ ইত্যাদি ঘরেই আদায় করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাও ইলমে দ্বীন অর্জনের একটি অনন্য মাধ্যম! সকল ইসলামী বোনেরা নিয়্যত করে নিন যেম সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহন করবো, কেননা যদি আমরা নিয়তিম সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করি তবে ইলমে দ্বীন শিখতে থাকবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ১০৭টি বিভাগে দ্বীনে মতীনের খেদমতে দেশ বিদেশে সদা ব্যস্ত, অথচ অবস্থা আমন যে, বর্তমানে গুনাহের কাজে অনেক বেশি টাকা খরচ করা হচ্ছে, আসুন! আমরা গুনাহকে থামাতে এবং দ্বীনের বার্তাকে প্রসার করতে নিজের পুঁজি খরচ করার সংকল্প করে নিই। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য সদকা করবে তবে সেই (সদকা) তার এবং আগুনের মধ্যখানে পর্দা হয়ে যাবে।

দেশ বিদেশে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে পরিচালিত **মাদরাসাতুল মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা এবং অন্যান্য বিভাগ** সমূহের সার্বিক ব্যয় নির্বাহের জন্য আপনার মাদানী তহবিল (চাঁদা) দ্বারা সহায়তা করুন এবং সাওয়াবে জারিয়ার অধিকারী হয়ে যান।

নিয়্যত করে নিন যে, নিজে সমস্ত ওয়াজিব ও নফল সদকা (যাকাত, সদকা, খয়রাত, অনুদান ইত্যাদি) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দিবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তায়ালা** আমল করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোরআনে পাক শিখে এবং শিখায় আর যা কিছু কোরআনে পাকে রয়েছে তার উপর আমল করে, কোরআন শরীফ তার শাফায়াত করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে।

(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ১০/১৯৮, হাদীস নং- ১০৪৫০)

এই ফযীলত পেতে **১ম** রমযানুল মুবারক থেকে ২০ দিনের সংক্ষিপ্ত কোর্স **"ফয়যানে তিলাওয়াতে কোরআন"** এলাকা পর্যায়ে শুরু হচ্ছে। যাতে ইসলামী বোনদের কোরআন তিলাওয়াত শুনার পাশাপাশি অনুবাদ ও তাফসীর (চিত্তাকর্ষক কোরআনী ঘটনাবলী) শুনার সৌভাগ্য নসীব হবে, সকল ইসলামী বোনের নিকট

আবেদন যে, এই কোর্সে শুধু নিজে নয় বরং অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও এই কোর্সে ভর্তি করিয়ে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد